Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 342 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 342 - 348
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম কৃষি-সংস্কৃতি বাঁদনা/ সঁহরই

সন্তোষ মাহাত
স্টেট অ্যাডেড কলেজ টিচার
ইতিহাস বিভাগ
কোটশিলা মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID : santoshmahato553@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
ghaua, amabasya, goroiya, baladkhunta, porob, nimchha, kudmi, ahira.

Abstract

First of all let me say that my research paper deals with Bandna/ Sanharai, one of the agro-cultures of Kudmi community. In this research paper, the names of all the cultures with which the Kudmi community are closely related are mentioned first in brief form. Then Bandna festival is mentioned as one of the agro-cultures of Bengal, Jharkhand, Orissa especially Chbotanagpur Plateau. Then the nomenclature of Bandna/Sanharai is discussed. Then it has been discussed that Bandna festival is widespread in some regions. Then when and how Bandna festival or Sanharai festival is celebrated is discussed in detail. Teldeoa, Ghaua, Amabasya, Goroiya, Baladkhunta are discussed in turn. Some Ahira songs are also mentioned. The significance of this episode is also discussed. Hopefully my research paper Bandna / Sanharai will be appreciated by the readership. I sincerely apologize to everyone if there are any mistakes.

Discussion

ভূমিকা : বাঁদনা/ সঁহরই পরবের উল্লেখ করলে বলা যায় যে -এটি একটি কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি পুরোপুরিভাবে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তাই বাঁদনা পরবকে যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংস্কৃতি বছরের কোন সময় থেকে শুরু হয় এবং কীভাবে পালিত হয় তাও সম্পূর্নরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন দিন বিভিন্ন নামে পালিত হয়। যথা- তেল দেওয়া বা ত্রয়োদশী, ঘাউয়া বা ঘাওয়া, অমাবস্যা, গরইয়া বা গোরইয়া ও বলদ খুঁটা বা বরদ খুঁটা। তাই নিম্নে এই সমস্ত দিনগুলোর বিবরন আলোচনা করা হয়েছে কোন কোন দিন কেমন ভাবে উদযাপিত হয়।

কুড়মিরা একটি অত্যন্ত সংস্কৃতি সচেতন ও সংস্কৃতিপ্রবন জাতি। আখাইন যাত্রা থেকে এদের কৃষি বৎসরের সূচনা হয় এবং কৃষিকাজের এক এক পর্ব চলতে থাকে সারাবছরব্যাপী। আখাইন যাত্রায় হালপুনহ্যা তারপরে বীচপুনহ্যা। জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরোদিনকে মানা হয় রহিন। ব্যাপক বীজ ধান ফেলার সূচনা সেই দিন থেকেই। কুড়মিরা পুরোপুরি একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায় হওয়ার এদের কৃষিকে কেন্দ্র সমস্ত লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলি আবর্তিত হয়ে থাকে। এরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 342 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাঁওতাল, মুন্ডা ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মতোই অত্যন্ত আমোদ প্রিয়। নাচ ও গানে পটু। দেখা যায় সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পরও সারারাত্রি ব্যাপী নারী-পুরুষ আনন্দ উৎসবে, নাচে, গানে মেতে ওঠে। মানভূম তথা ঝাড়খন্ড সংস্কৃতির অঙ্গনে এদের ভূমিকা অনন্য। অংশগ্রহণ, অবদান ও পৃষ্ঠপোষকতায় কুড়মিরা এগিয়ে রয়েছে সবার চেয়ে একথা সকলেই স্বীকার করেন।[১]

ছো, ঝুমুর, নাচনী, নাটুয়া, ডাঁইড়, করম, জাঁত, কবি, রুমুজ, ভাদু, টুসু, উধওয়া, বাঁদনা, ঢপ, ঘেরা, মাছানি, বুলবুলি ইত্যাদি নাচ, গান, লোকনাট্য এদের অসামান্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। কৃষি ও উৎপাদনকে কেন্দ্র করে সারা বৎসরব্যাপি অনুষ্ঠিত হয় বারো মাসে তেরো পার্বণ। মাঘ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে চলে ছো, ঝুমুর, নাচনি, নাটুয়া, মাছানী, বুলবুলির আসর। বর্ষার সূচনা হতেই গ্রামের কুলিতে বসে জাঁতের আখড়া। আষাঢ় -শ্রাবন মাসে অমানুষীক পরিশ্রমের পর জাঁত গান, উধোয়া কবিগান এদের ক্লান্তিকে হরন করে অনাবিল আনন্দ দেয়। সারা ভাদ্রমাস ব্যাপি চলে করম বা জাউআ উৎসব নাচ ও গান। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় ভাদু পরব। করম ও ভাদু একান্তই মেয়েদের উৎসব। নাচে গানে অংশগ্রহণে মেয়েরাই সব। করম বা জাউআ বীজ থেকে শস্য উৎপাদনের স্মৃতিকে বহন করে। বীজ বপন করে শস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া কী কুড়মি মেয়েরা আবিষ্কার করেছিল? অবশ্যই করম বা জাউআ উৎসব সেই দাবিকে জোরদার করে। ভাদ্র-আশ্বিন মাস জুড়ে ইঁদ, ছাতা, গমহা এদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব। ধান পাকতে শুরু করলে কার্তিকের অমাবস্যায় গ্রামে গ্রামে শুরু হয়ে যায় গো বন্দনা বা বাঁদনা বা সহরাই। চারদিন ব্যাপী এই উৎসবে কৃষিকাজের মূলশক্তি গরুকে পূজা করা হয়, সেবা, যত্ন, খাওয়ানো, ধোয়ানো হয়। সারারাত্রি ব্যাপী চলে অহিরা গান এবং তারসঙ্গে মাদল, ঢোল, ধামসার বাজনা। অনুষ্ঠিত হয় গরুখুঁটা, কাড়াখুঁটা, বছরের শেষ মাস অর্থাৎ পৌষ মাস পড়তেই ঘরে ঘরে টুসু পাতা হয়। ধান মাড়া, ধান ভাঙার সঙ্গে মেয়েদের কণ্ঠে মুখরিত টুসু গানে ভরে ওঠে আকাশ-বাতাস। উৎসবের পরিসমাপ্তি ও চূড়ান্ত রূপ ধারন করে মকরে। মাংস ভাত, পোষ পিঠা, ঘরে ঘরে নতুন জামা কাপড়ে মানুষ সজ্জিত হয়। গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে মানুষ জড়ো হয় মেলায় মেলায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে টুসু রূপ নেয় জাতীয় উৎসবের। এছাড়াও আরো কত যে নাচ গান উৎসব কুড়মি সমাজে প্রচলিত তার বিবরন দেওয়া কঠিন।[২]

জগৎ সংসার পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ধাক্কায় আজ পৃথিবীর অতীত সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি হারিয়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ। বর্তমান বিশ্বায়ন-সংস্কৃতির আগ্রাসনে সেটা যেন আরো চটজলদি তরান্বিত হয়েছে। যেটুকু টিকে আছে, বলতে হয়তো কিছুটা ভৌগলিক লালিত্যে। ছোটনাগরপুর তেমনই এক নাম। বাংলা, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই মালভূমিটির বিস্তার। কোথাও সুগভীর প্রসারিত অরণ্য, আবার কোথাও শুধুই ধূধূ টাঁড়। আছে গোলক বাঁধা পাহাড় ও জীবন প্রবাহ নদী সুবর্নরেখা, কাঁসাই, দামোদর ইত্যাদি। আর আছে মানুষ। যে মানুষ এই প্রকৃতির অঙ্গনের ঘেরাটোপে আজও লালন করে চলেছে তার আবহমান সংস্কৃতিকে। যে সংস্কৃতি তার শিকড়, যে শিকড় রুখা প্রকৃতিতে জোগায় জীবনরস। আর তাই বারো মাসের বিভিন্ন সময়ে ধামসা - মাদলে, নাচে -গানে আরো অনেক আচারে মেতে ওঠে ছোটনাগরপুর। সারাবছরভর কত পরব। সেই বারোমাসের মধ্যে একটি বিশিষ্ট উৎসব বা পরব হল কার্তিক অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত বাঁদনা।[৩]

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ প্রদীপ কুমার মাহাত বলেন, কুড়মালি বাঁদনা শব্দের অর্থ বন্দনা এখানে বন্দনা বলতে গাই, গরু, বাছুর, ষাঁড়, কাড়া, মহিষসহ কৃষি যন্ত্রপাতিকে পূজাঅর্চনা করা বোঝায়। আবার কুড়মালি সেঁউরন থেকে সেঁহেরেই শব্দের উৎপত্তি যা বর্তমানে সঁহরই এর রূপ নিয়েছে। তবে আসল রূপটি হবে সেঁহেরেই। যার অর্থ স্মরণ করা। এখানে স্মরণ বলতে কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় পশুর যে অবদান এবং গাই, গরু, বাছুর, ষাঁড়, কাড়া, মহিষসহ কৃষি যন্ত্রপাতি যে উপকারে লাগে তার কৃতিত্ব স্মরণ করে পূজাঅর্চনা করা এবং বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা।[৪]

কৃষিজীবী কুড়মি জনগোষ্ঠীর কৃষিভিত্তিক বিশ্বাসের বা ধর্মবোধের ব্যবহারিক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কৃষিকাজের জন্য পশুশক্তি হল একটি মহত্বপূর্ণ উপাদান। এই পশুশক্তিকে বাদ দিয়ে পরম্পরাগত কৃষিব্যবস্থার সঞ্চালনের কথা চিন্তাই করা যায় না।[৫]

বাঁদনা পরব পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম সহ সাবেক ঝাড়খন্ড অঞ্চলের তথা সমগ্র সীমান্ত বাংলার প্রাণের উৎসব। এই অঞ্চলের জনজাতি হড়-মিতান (বন্ধুত্ব) সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত। জল-জঙ্গল-জমি কেন্দ্রিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। কৃষিকাজ হল প্রধান জীবিকা। চাষবাস, কৃষি উৎপাদনের মধ্যদিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে এই চাষাভুষা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষজন। ফলে কৃষিব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই সারা বছর তারা বিভিন্ন রকমের আচার- অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ, পরব-পালি, উৎসব - মেলা ও সংস্কার পালন করে চলে। এগুলি সবই কৃষি-সংস্কৃতি। ‘বাঁদনা পরব’ এই সংস্কৃতি অন্তর্গত গো- মহিষ ও কৃষিযন্ত্রপাতির বন্দনা উৎসব।[৬]

কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুরু হয় এই বাঁদনা বা সহরই পরব। কিন্তু এই পরবের আয়োজনের আনন্দ শুরু হয়ে যায় পনেরো দিন পূর্বেই। তখন থেকেই এই এলাকার গ্রামাঞ্চলে লোকের অন্তরে জেগে ওঠে আগমনী পরবের জন্য সারা বছরের সঞ্চিত স্ফূর্তি রিজ বা হুব। মাঠে ক্ষেতে কর্মরত লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় সহরই বা অহিরা গীত, ব্যস্ত থাকেন সকলে পরবের আয়োজনে, কেউ ঘরের দেওয়াল মাটির প্রলেপ দিয়ে দেওয়াল চিকন করেন। ঘর-দুয়ার, গোয়াল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে বাস্তবতার মধ্যে দিন পার হয়ে যায়, পৌঁছে যায় নির্ধারিত পরবের দিন। চলে পাঁচদিন পর্যন্ত, এখানে কুড়মালি ভাষার দিনগুলির নামকরণ আছে। প্রথম দিনকে বলা হয় ‘ত্রয়োদশী’ দ্বিতীয় দিনকে ‘ঘাওয়া/ ঘাউআ’ তারপরের দিন ও রাত্রিকে ‘অমাবস্যা’ তারপর ‘গরইয়া’, তারপর ‘বলদ খুঁটা’।[৭]

তেল দেওয়া/ ত্রয়োদশী :

কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১৩ দিনের চাঁদে যে তিথি হয় তাকে তেল দেওয়া বলা হয়। কুড়মালী মুলুকে সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। ১৫ দিন ধরে ঘর দুয়ার, আঙিনা, উঠান প্রভৃতি সারাবছরের মত মাটির প্রলেপ দিয়ে সংস্কার করে। মহিলারা গোবর লেপন, দেওয়াল চিত্রন, কাপড় চোপড় পরিষ্কার করে। পুরুষেরা করে গরু, কাড়ার ধোয়া মোছার কাজ। অন্যদিনের তুলনায় বেশি ঘাস জোগাড় করে। সন্ধ্যায় মনিবের সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালার পরেই হাত-মুখ ধুয়ে গলার সাথে বাগাল সমস্ত গরু, কাড়াকে সিং-এ তেল মাখিয়ে পরবের সূচনা করে। খেতে দেয় ঘাস। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদে গরুর গলায় যে ঘন্টি (ঘণ্টা) ঘুঙুর বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা ঘাস খেতে খেতে বেজে ওঠে। আনন্দ স্ফূর্তিতে গলা ও বাগাল গেয়ে ওঠে -

> ‘অহিরে- কিআ তিথেঁ অহিরাঞ তেল লগাউলউ বাবু হউ
> কিআ তিথেঁ ঘাউআ মানি জাই।
> কিআ জে তিথেঁ অহিরাঞ গেইআনি জাগাতে ভাই
> কিআ তিথেঁ দেবি দুবাই ধান’।

গীতে প্রশ্ন করা হয়েছে কোন তিথিতে তেল দেওয়া, ঘাউয়া, গাই-গরু জাগানো হয় ও দুব-ধান দেওয়া হয়। এর উত্তরে যে গীত গাওয়া হয়—

> ‘অহিরে - তের দিনেক চাঁদে অহিরাঞ তেল লগাউলউ বাবু হউ
> চদদঅ দিনেক চাঁদে ঘাউআ মানি জাই।
> আমাবইসা তিথেঁ অহিরাঞ গেইআনি জাগাতউ ভাই
> পহিল চাঁদে দেতই দুবা-ধান’।

কৃষ্ণপক্ষের ১৩ দিনের চাঁদে গরু-কাড়ার সিং এ তেল দিয়ে পরবের শুরু। চৌদ্দ দিনের চাঁদে ঘাউয়া। অমাবস্যার চাঁদে গীত গেয়ে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে এবং প্রতিপদে দুব ঘাস ও নতুন ধানে চুমানো হয়। কিছুক্ষণ গলা ও বাগাল গরু-কাড়ার সারা বছরের সুখ দুঃখের গীত গায়। খাওয়া দাওয়ার পর নিজ নিজ আখড়ায় মিলিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢোল-ধামসা-মাদলের তালে তালে গীত গাওয়ার অনুশীলন চলে। কে এনেছে বাঁদনা পরব তা গীতের মধ্য থেকেই জানা যাক-

> ‘অহিরে- কনেহিঁ আনইএ জিতা জিহুড়ারে বাবু হউ
> কনেহিঁ আনইএ করম ভাই।
> কনেহিঁ আনইএ বাঁদনা পরঅব ভাই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 342 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খাড়া গিতা জাগা সঁগতা সাথ।
মা এনেছে জিতা ও জিহুড়। বোন করম। গাই এনেছে বাঁদনা পরব'।[৮]

অহিরা গান একান্তভাবেই কুড়মি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং কুড়মালি ভাষাতেই প্রথম রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।[৯]

ঘাওয়া/ ঘাউয়া :

ঘাউয়া/ ঘাওয়া বাঁদনা পরবের পূর্ণরূপে প্রস্তুতির দিন। অমাবস্যারাত্রি বাঁদনা জাগরণের রাত্রি। অমাবস্যার পূর্বদিনকে বলা হয় ঘাউয়া। বাঁদনা পরবের ঘাউয়ার পরবর্তী যে চারদিন অনুষ্ঠান হবে, সেই দিনগুলিতে কোন কোন জিনিসের বা দ্রব্যের প্রয়োজন পড়বে প্রকৃতপক্ষে সেই সকল দ্রব্য আগের থেকেই জোগাড় করে এইদিন শেষ করে নেওয়া হয়।

প্রায় একমাসব্যাপী ঘরের মা -বোনেরা তাদের খাওয়া দাওয়া ভুলে নানা রকমের মাটি সংগ্রহ করে ঘর দুয়ার উঠান - আঙিনা বিশেষ করে বাড়ির পাঁচিল নতুন করে মাটি দিয়ে নিকিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে নেয়। গোয়াল ঘরে ও অন্যান্য ঘরে কোনো তফাৎ রেখে দেয় না। গোয়াল ঘরের মেঝে পর্যন্ত আয়না বরাবর করে তোলে। গেরুমাটি, খড়িমাটি, সিমপাতা ও অন্যান্য ফুল পাতার রং তৈরি করে ঘরের পাঁচিলে রঙ-বে-রঙের কতরকম লতাপাতা, ফুল-ফুল ইত্যাদি দেওয়াল চিত্র এঁকে দেওয়ালকে সুশোভিত করে তোলে। প্রস্তুতির শেষ দিনে নতুন সূপ/ কুলা, নতুন মাটির খাপরি(কড়াই), জাগরণের জন্য মাটির প্রদীপ, মাটির সরা, পানিয়া লতা, আতব চাল, নতুন কাপড়, সরিষার তেল, ঘি, গুড়, ধূপ-ধুনা, সিঁদুর, সরিষা, কাচাশন, শনকাপাটি ইত্যাদি আজকের দিনেই মজুত করে রেখে দেওয়া হয়। যদি কোনো গরু অন্য কাউকে দেওয়া থাকে তাহলে ঐ দিনের আগেই ফেরত আনা হয়।[১০]

অমাবস্যা :

অমাবস্যা তিথিতে অমাবস্যা। ঐদিন বাঁদনা পরবের জাগরণের দিন। সকাল থেকেই ব্যস্ততা। প্রথমেই ঘর-দুয়ার, আঙিনা, উঠান, গোবর দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন করে নিকানো হয়। পিঠে তৈরি করার জন্য আতব চাল ভিজিয়ে ঢেঁকিতে কুটে চালগুঁড়ি তৈরি করে নিতে হয়। গাই-গরু, বলদকে স্নান করানো হয়। গরুর খাবার জন্য ঘাস কেটে সংগ্রহ করতে হয়। কাঁচঅ দুয়ারী/ কাঁসি জিআরি করার জন্য মড়রা ঘাস/ সহরই ঘাস ক্ষেত থেকে কেটে আনা হয়।

গট পূজা :

গাঁয়ের লায়া গাঁয়ের প্রান্তে কুলহি মুড়ায় বিকালবেলা চালগুঁড়ি দিয়ে খড় তৈরি করে নয়টি ঘর তৈরি করেন। প্রতি ঘরে সিঁদুরের দাগ কেটে তুলসী পাতা রেখে তার উপর দূর্বাঘাস দিয়ে আতব চালে ঘি, গুড়, দুধ মিশিয়ে ভোগ তৈরী করে এক এক দেব/ দেবীকে স্মরণ করে ভোগ দেন। খড়ের মাঝখানে একটি মুরগী ডিম বসিয়ে জল ঢাল, দুধঢাল দিয়ে প্রণাম করেন। প্রণাম করার সময় মনে মনে প্রার্থনা করেন বাঁদনা পরব যেন নির্বিঘ্নে পার হয়। গাঁ-ঘর যেন ভালো থাকে। কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, গোলমাল যেন না হয়। দেব/ দেবীগন তা যেন মনযোগ সহকারে দেখেন।

গট পূজার পর থেকে পুরোদমে বাঁদনা পরব শুরু হয়ে যায়। ঢোল, ধামসা, মাদল, বাজনা আরম্ভ হয়ে যায়। ঘরে ঘরে গুড় পিঠা ছাঁকতে গৃহিণীর ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গুড় পিঠার সাথে সাথে পানআসিকা, মশলা পিঠা তৈরী করেন।

গরুর শিং- এ তেল দেওয়া :

গৃহকর্তা হাত, পা, মুখ ধুইয়ে পরনের কাপড় বদলে, সরিষা তেলের পাত্র নিয়ে গোয়ালে গিয়ে প্রত্যেকটি গাই-গরু-বাছুরের শিং-এ ও মাথায় তেল দিবেন। দেখে নিবেন কোনো গরু বাদ পড়েছে কিনা। তেল দেওয়ার পর প্রত্যেক গরুর জন্য ঘাস, খড় খাবার দিবেন। খাবার যেন ভরপেটা হয়, আন্দাজ করে সেই পরিমাণ কিম্বা কিছু বাড়তি খাবার দিয়ে দেওয়া হয়। গরুর বসার জন্য অনেক সময় অনেকে গোয়ালের মেঝেতে খড় বিছিয়ে রেখে দেন।

জাগর জ্বালা :

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 342 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গরু, কাড়াকে তেল দেওয়া, খাবার দেওয়া হয়ে যাবার পর গৃহকর্তা প্রত্যেকটি দেওয়ালের জন্য আলাদা আলাদা জাগর বাতি তৈরি করেন। নতুন মাটির প্রদীপে ঘি ভর্তি করে প্রদীপে সলতা দিয়ে গোয়ালের কুলঙ্গিতে রেখে দেন। প্রদীপ রাখার সময় প্রদীপের তলায় গোবর ও কাচাশনের বেড়ির আসন বিছিয়ে জাগর তার উপরে বসিয়ে রেখে দেন। নীচে গোবর দেওয়া থাকলে সহজে প্রদীপ পড়ে না। রাতভর গোয়ালে ঘি-এর বাতি জ্বলতে থাকে। মোহময় মৃদু আলোয় গোয়াল ভরে থাকে। গৃহকর্তাকে সবসময় নজর রাখতে হয়, প্রদীপের ঘি যেন শেষ না হয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানটিকে জাগর জ্বালা অনুষ্ঠান বলা হয়।

ঝাঁগড়/ ধেগুঁয়ান দলের গাই জাগা :

ঝাঁগড়দল তাদের বাজ- বাজনা, মাদল, ঢোল, ধমসা, করতাল, বাঁশি কারহা নিয়ে বাঁদনা গীত অহিরা গাইতে গাইতে গাঁয়ের প্রত্যেকটি পরিবারে যাবেন গাই, গরু জাগাতে। ঝাঁগড়/ ধেগুঁয়ান দল বাড়িতে এলেই গৃহকর্তা তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানান। গৃহকর্ত্রী থালা/ ঝুড়ি ভর্তি পিঠে নিয়ে, খাবার জন্য দেন। তারপর খাবার ও হাত ধোয়ার জন্য ঘটি ভর্তি জল এনে দেন। ঝাঁগড়দল গাই-গরু জাগার বাঁদনা গীত গেয়ে নাচ করার পর অপর বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওনা দেওয়ার সময় গৃহকর্তা কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দলকে বিদায় জানান। পাশের বাড়িতে যাওয়ার আগে গৃহকর্তার পরিবারের মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ ই গীত গেয়ে বিদায় নিয়ে চলে যান। কর্তাঘরের আঁকদুয়ারের (মুখ্য দুয়ার) বাহির পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যান।

পরিবারের সকলে যার যেমন ইচ্ছা মতন পিঠা খায়। অন্যদের বাড়িতে এনে পিঠে খাওয়ায়। এই সকল করতে করতে কখন বিহান/সকাল এসে যায়।[১১]

গরইয়া /গোরইয়া :

এরকম ভাবে সারারাত জাগরণের পর সকালে সমাপ্তি ঘটে। এরপর সকালেই শুরু হয় প্রথাগত পার্বণ ধাধুড়খেদা। এই নিয়মটিতে কেবলমাত্র নারী বা মেয়েদের অধিকার থাকে। বাদ্যকার ভাইয়েরা গ্রামের এক প্রান্ত থেকে বাজনা বাজিয়ে অপর প্রান্তের দিকে যেতে থাকে। তখন ঐ বাজনার আগে আগে প্রত্যেক ঘরের বিশেষ করে প্রৌঢ় মহিলাগণ একটি পুরনো ঝুড়ি বা বাঁশ নির্মিত পাত্রতে গুঁড়ি এবং সিঁদুর লাগিয়ে বাম হাতে ঐ ভাঙা বা পুরানো টুকরি বা কুলো, আর ডান হাতে একটি কাঠি দিয়ে পিটতে পিটতে প্রত্যেক ঘরের ভিতরে একবার করে ঘুরে গোয়াল ঘরে ঘুরে ঐ বাজনার দলে মিশে একসাথে মিছিলের মতো হয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তের পরে বিশেষ জায়গায় ঐ সকল নিয়ে আসা আবর্জনা স্বরূপ ফেলে দেওয়া হয়। আর ঐ মিছিল চলার সময় নবজাত শিশুদের মিছিলের সামনে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং মিছিল যাত্রী তাকে ডিঙিয়ে পার হয়ে যায়। এই পরব পালনের সমস্ত লোকের সংস্কার বা বিশ্বাস আছে যে এই কর্মের বা নিয়মের দ্বারা ঘরের বা পরিবারের অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করা হয় এবং ঐ শিশুরাও অশুভ শক্তি থেকে মুক্তি পায়। এই ভাবে 'ধাধুড় খেদা'/ দাদুড় খেদা অনুষ্ঠানশেষ হয়। তারপর শুরু হয় 'গোরইয়া' পূজার অনুষ্ঠানের কর্মসূচি। প্রতিপদ তিথিতে এই পূজা হয়। এই দিন সকাল থেকেই সকলেই ব্যস্ত থাকে, মেয়ে বা মহিলাগণ ব্যস্ত থাকে ঘরদুয়ার ধোয়া মোছা গোবর লেপন, দরজা জানালা পরিষ্কার করতে।পুরুষেরা হাল (লাঙল), জোয়াল, মই প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রপাতিকে ধোয়া মোছা করে তুলসী মঞ্চের পাশে একত্রিত করে এবং পালিত পশুদের আহারের জন্য ঘাস খড় জোগাড় করেন। দুপুরবেলাতে গৃহকর্তা এবং কর্ত্রী উভয়েই উপবাস পূর্বক স্নান করে, গৃহকর্তা যায় ক্ষেতে , যেখানে নতুন শস্য তার থেকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে একগুচ্ছ ধানের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে আসে এবং ভুতপিড়া (পূর্ব পুরুষদের দ্বারা নির্মিত এক ধরণের স্থান) সামনে বসে, নয়টি শিষের একটি করে বিশেষ বিধি অনুসারে 'মাড়ইর' হার আকারের গেঁথে তৈরি করে। আর ঐ সময়ে ঘরের গিন্নি পূজা উপলক্ষে ব্যবহৃত কুলো, প্রদীপ, আতপ চাল প্রভৃতি সামগ্রী পুকুরে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ঘরে আসেন, আর ঐ ধোওয়া চালের গুঁড়ি করে নতুন উনুনে নতুন মাটির কড়াইতে ঘি ফুটিয়ে তাতে ঐ গুঁড়ি খাঁটি দুধ ও গুড়ে মেখে পবিত্র গোরইয়া পিঠা তৈরী করে এবং দুজনেই নতুন বস্ত্র পরিধান পূর্বক সমস্ত পূজার সামগ্রী থালায় পাঁচটি করে পিঠা কুলোতে সাজিয়ে প্রথমে উপস্থিত হয় ভুতপিড়া (পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত একধরণের স্থান) সামনে সেখানে দুজনেই নতজানু গলবস্ত্র ধারণপূর্বক আন্তরিক ভক্তি নিষ্ঠার সাথে প্রকৃতি মহাশক্তির নিকট কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 342 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে, সুগন্ধযুক্ত ধূপ-ধুনা সরাপূর্ন আগুনে আহুতি দেয়। তুলসী মঞ্চের গায়ে পাঁচটি ঘি সিঁদুর মিশ্রিত দাগ দিয়ে পঞ্চভূতে স্মরণ করা হয় এবং পাঁচটি পিঠের ভোগ অর্পণ করা হয়। হাল-জোঁয়ালে গুঁড়ি, সিঁদুর লেপন করে তাদের পুজাভাবে বরণ করা হয়। প্রকৃতি শক্তির শ্রেষ্ঠতম শক্তির স্বরূপে আবির্ভূতা প্রাণদায়িনী অসীম শক্তিদায়িনী মহামায়া রূপে ধান শিষের গাঁথা মাড়ইর গুলোকে গৃহিণী দ্বারা ভক্তিভাবে আতপ চাল, দূর্বা দিয়ে চুমানো হয় এবং তাঁকে সাদরে বরণ করে। একটি মাড়ইর হালের ইসে বেঁধে দেওয়া হয়। গোয়ালের মধ্যে পূর্বদিকের দেওয়াল গোড়াই শুরু করে গোরইয়া পূজার অনুষ্ঠান। সেখানেও কৃতজ্ঞ চিত্তে দেওয়ালে সিঁদুরের পাঁচটি দাগ দিয়ে গোরইয়া ফুলের দ্বারা গোহালের পূজা করে। শেষে গাই বলদদের মধ্যে অধিক বয়সের গাই এবং বলদকে শ্রী-গাই ও শ্রীবলদের মান্যতা দেওয়া হয়। তারাকে ভক্তিভাবে শিং- এ তেল, সিঁদুর দিয়ে প্রদীপযুক্ত ধূপ ধুনার আরতি দ্বারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করে তাদের মাথায় শিং-এ ঐ পূজিত ধানের মাড়ইর দুইটি পরিয়ে প্রণাম করে এবং একটি মাড়ইর গোয়ালের খুঁটাতে বাঁধতে হয়। তারপরে দুপুরে ঐ পূজার ভোগপ্রসাদ রূপে গোরইয়া পিঠা খেয়ে এবং খাবার খেয়ে মেয়েরা বিকালে গুঁড়ি নিয়ে ঘরের সদর দরজা থেকে গোহাইল পর্যন্ত চোকপুরে (আলপনা দেওয়া) এতে থাকে চিত্রকলা প্রদর্শন করার পারদর্শিতা।[১২]

বলদখুঁটা :

এরপরের দিনটির নামকরণ আছে বলদখুঁটা/ 'বরদখুঁটা' বলে। এই দিনটি হল এই এলাকার গ্রামের সকল লোকজনের ফুর্তি করার দিন। শিশু, কিশোর, জোয়ান, বয়স্ক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সকলেই আসরে উপস্থিত হয়। জোয়ান শক্তিমান পুরুষেরা বিশেষ বিশেষ জায়গায় শক্ত কাঠের খুঁটা গেড়ে বরদ খুঁটার আসর তৈরি করেন। শক্তিশালী বলদকে সজ্জিত করে শক্ত দড়িতে বেঁধে ঐ খুঁটাতে বাঁধা হয়। সহরই গীত গেয়ে তার সাথে বাজনা বাজিয়ে তাকেও এই আনন্দ উপভোগের আসরে সামিল করানো হয়। এই দিনে দুপুরে সকল গাই, বলদ, বাছুরের মাথায় শিংয়ে তেল, সিঁদুর দিয়ে মাড়ইর পরিয়ে সাজানো হয়। সহরই গীত গাহুক, বাদ্যকর, দর্শক, বলদ সকলেই একসাথে মিলেমিশে সমান ভাবে গীত বাজনার আনন্দ উপভোগ করেন। সন্ধ্যার সময় সকল গাই, বলদকে পা ধুইয়ে গোয়ালে ঢোকানো হয়। এইভাবে বরদখুঁটা পর্ব শেষ হয়।

তারপরের দিনটাকে বলা হয় বুড়ি বাঁদনা। এই দিনে অনেক গ্রামে মেলার আয়োজন করা হয়, সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, নানারকমের শিল্পকলা প্রদর্শিত হয়। রাত্রিতে ছো নাচ, ঝুমুর নাচ, নাটক, যাত্রাপালার দ্বারা সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন।[১৩]

তাৎপর্য :

বাঁদনা পরবের অনেক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। এ কারণে এই পরবের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। এই সংস্কৃতির মানুষের জীবিকার মূল ভিত্তি ধান চাষ। এই সংস্কৃতির মানুষেরা কৃষিকাজে দক্ষ। কৃষিকাজ শুধু পরিবারের সদস্যরাই করেনা, অনেক গৃহপালিত পশুও তা সম্পন্ন করতে অনেক অবদান রাখে। গৃহপালিত পশু ছাড়া ধান চাষ বা কৃষি কাজ অসম্ভব। এই কারণে, লোকেরা এই পরব কেবল তাদের নিজের সুখের জন্যই উদযাপন করে না বরং তাদের গৃহপালিত পশুদেরকেও খুব যত্ন করে। মূলত এই পরব গৃহপালিত পশুদের সুখ, শান্তি ও বিনোদনের জন্য।[১৪]
এই পরবে যেসব দিকগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় -

১. সুস্থ রাখতে নিমছা (এক প্রকার ধোঁয়া) করা হয়।

২. ছোট বাছুরের বিনোদনের জন্য, ছোট বাছুরকে প্রথমে আলপনার উপর চালানো হয়।

৩. রাতের অন্ধকার দূর করার জন্য, সারা রাত ঘরে ঘি এর প্রদীপ জ্বালানো হয়।

৪. গৃহপালিত পশুদের পরিশ্রমের উপশমের জন্য, তাদের শরীরে তেল মালিশ করা হয় পাঁচ থেকে সাত দিন ধরে।

৫.. গৃহপালিত পশুকে সম্মান জানাতে, কৃষিজাত পণ্য অর্থাৎ ধানকে প্রথমে মাড়ইর (এক প্রকার ধানের গুছি) আকারে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এর পরই বাড়ির লোকজন রান্না করে খায়।[১৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 342 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. গৃহপালিত পশুকে টাটকা স্বাদের জন্য সবুজ ঘাস দেওয়া হয়। যাতে চিবানো যায় সহজে কোনো সমস্যা না হয়।

৭. গৃহপালিত পশুর ভ্রমণ এবং থাকার জায়গা, ঘরবাড়ি, উঠান এবং গোহাইল নতুন করে পরিষ্কার করা হয়।

৮. বাজ বাজনার সাথে গৃহপালিত পশুকে জাগ্রত করা হয় এবং বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে বিনোদন করা হয়।

৯. গৃহপালিত পশুকে দেখাশুনা করার জন্য গোহাইলের পূজা করা পিঠা কেবলমাত্র রাখাল বা গোপালককে খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়। যাতে পশু এবং রাখাল উভয়ই খুশি থাকে।

১০. বলদকে মনোরঞ্জনের জন্য বাজ বাজনার সাথে খুঁটাতে বেঁধে খেলানো হয়।

১১. গৃহপালিত পশুর বসবাসের স্থান অর্থাৎ গোহাইলকে শুদ্ধিকরণ গরইয়া পূজার রূপে করা হয়। এইভাবে, বাঁদনা পরব কেবল কৃষকদের সুখ এবং শান্তির জন্যই নয়, তাদের সঙ্গী গৃহপালিত পশুদের জন্যও সমান আড়ম্বরে পালিত হয়। উচ্চ মানসিকতার এক অনন্য নজির দেখা যায় এই বাঁদনা পরবে।[১৬]

উপসংহার : পরিশেষে বলতে পারি কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম কৃষি-সংস্কৃতি বাঁদনা/ সঁহরই একথা অব্যশই বলা যায়। এই সংস্কৃতির উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাঁদনা/ সঁহরই উৎসব নিয়ে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। উৎসবটির মধ্যে কৃষিকাজ ওতপ্রোতাভাবে জড়িত। এক কথায় বলা যায় যে কৃষিকাজ কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার সাথে কুড়মি জনগোষ্ঠীর গভীর ও নিবিড় সুসম্পর্ক রয়েছে এই সংস্কৃতি সে কথাই প্রমাণ করে।

Reference:

১. সেন, শ্রমিক ও মাহাত, কিরীটি (সম্পাদিত), কলকাতা : লোকভূমি মানভূম, বর্ণালী পাবলিকেশন, ২০১৫, পৃ. ৫৯
২. তদেব, পৃ. ৫৯-৬০
৩. পত্রিকা - মারাংবুরু, সাধন মাহাত (সম্পাদিত), পুরুলিয়া, ১১/১০/২০০৯, পৃ. ১৫২
৪. সাক্ষাৎকার - প্রদীপ কুমার মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ০৫/০৪/২০২৪
৫. মাহাত, অনাদিনাথ, কুড়মালী ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস, পুরুলিয়া: মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, ২০১৩, পৃ. ১০৮
৬. পত্রিকা - মারাংবুরু, সাধন মাহাত (সম্পাদিত), পুরুলিয়া, ১১/১০/২০০৯, পৃ. ১৪৪
৭. তদেব, পৃ. ৫১-৫২
৮. তদেব, পৃ. ১৮-১৯
৯. মাহাত, ঠাকুরদাস (সম্পাদিত) অহিরা কথা, মেদিনীপুর : কবিতিকা পাবলিকেশন, ২০২৩, পৃ. ৫৭
১০. মাহাত, সৃষ্টিধর, কুড়মালি নেগনীতি- নেগাচার, পুরুলিয়া: মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, ২০২১, পৃ. ১৯০-১৯১
১১. তদেব, পৃ. ১৯১-১৯৩
১২. পত্রিকা - মারাংবুরু, সাধনমাহাত (সম্পাদিত), পুরুলিয়া, ১১/১০/২০০৯, পৃ. ৫৪-৫৫
১৩. তদেব, পৃ. ৫৫
১৪. N.C. Keduar, Sarna Aur Kudmali Parb-Tayohar, Ranchi: Shivangan Publication, 2020, P. 130
১৫. Ibid, p. 130
১৬. Ibid, pp. 130-131